দৈনিক
ইত্তেফাক

শনিবার ১৯ চৈত্র ১৪১৭ ।। ২ এপ্রিল ২০১১

প্রতিবন্ধী দিবসের অঙ্গীকার

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

প্রতিবছর ২ এপ্রিল সারাবিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারও দিবসটি পালিত হবে। দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিকতায় আমরা যতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, প্রতিবন্ধীদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা নিবারণে আমরা কতটা সোচ্চার তা ভেবে দেখার বিষয়। প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রথাগত মূলধারার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাদের শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় কিংবা তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রাপ্ত সামাজিক অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকেও। প্রতিবন্ধী শিশুদের পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা তাদের সমাজের মূলধারা থেকে দূরে রাখে। সামাজিকভাবে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণকারীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। আন্তর্জাতিক বা দেশীয় আইন, মানবাধিকার বা ইসলাম ধর্ম সবক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীসহ সকলের সমান সুযোগ পাওয়ার কথা রয়েছে। তাই বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশেও এদের মূলধারার শিক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হবে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল ধারায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ততা খুবই জরুরি।

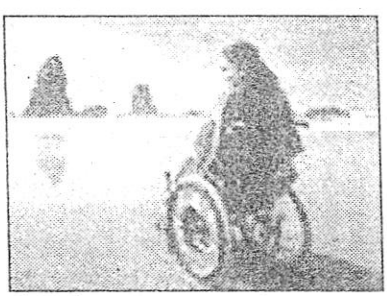

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে যে কাজ করা হচ্ছে তাদের সুফল সম্পূর্ণ অর্জন হচ্ছে না। মনোযোগ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে প্রতিবন্ধীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্যে দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিওগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০১০ প্রতিবন্ধীদের আগের তুলনায় রাষ্ট্রীয়ভাবে আরো বেশি অধিকার ও সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করায় এ সরকারের আমলে অবস্থার তুলনামূলক উন্নতি হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও সেবা দান উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দারিদ্র্যবিমোচন খাতে সরকারি বিনিয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। তার চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ। বাজেটের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনবোধ দারিদ্র্যবিমোচন থেকে কিছুটা সঞ্চয় করে হলেও প্রতিবন্ধী খাতে শতকরা ১০০ ভাগ চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিশ্বের প্রায় ১০ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীর সঠিক হিসাব জানা না গেলেও দেড় কোটির ওপরে প্রতিবন্ধী রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান মতে, আমাদের দেশে নানা অসচেতনতার কারণে প্রতিবন্ধী সংখ্যা এবং তাদের সমস্যার পরিমাণ বাড়ছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা হয়েছে ৮০ লাখ— যারা সবসময় পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। নারী প্রতিবন্ধীরা আবার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হন নানা কৌশলে। সুতরাং দেশের এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হবো।

এদের প্রতি সবার সদয় হয়ে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানবতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রাখা প্রয়োজন। তাহলে মানবাধিকার রক্ষা হবে। প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে ধর্মের বিধান মানতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ হাতে নিয়ে তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা দরকার। শুধু প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন করেই সরকারের দায়িত্ব পালন শেষ করলে চলবে না। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যে সবরকম ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয়। সরকারের আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা রাখছে কিনা তার প্রতি নজর রাখতে হবে। সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ এবং সুস্থ মানুষের কাতারে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আসার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রতিবন্ধিত্বের স্বাদ পেতে পারি। বিশেষ করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল থাকাটাই যেন আশ্চর্যের বিষয়। তা ছাড়া দুর্ঘটনা থেকে আমি রক্ষা পাবো তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতএব, প্রতিবন্ধীদের দুঃখ-দুর্দশা অনুধাবন করার জন্য আত্মোপলব্ধিই যথেষ্ট। মহান আল্লাহপাক বলেন, 'যে দয়া তুমি অন্যকে দেখাতে পারো না, সে দয়ার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করো না'। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে বার বার আল্লাহর 'বিশেষ সৃষ্টি'র প্রতি সদয় আচরণ দেখিয়ে আমরা সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ভূমিকা রাখবো। সকলে মিলে গড়ে তুলবো সুন্দর বাংলাদেশ—এটাই হোক এবারের প্রতিবন্ধী দিবসের অঙ্গীকার।

ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি